সংবাদ

তারিখ ... 10.1.83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3 ...

ভর্তি পরীক্ষা শুরু॥ সরকারী স্কুলগুলোতে ভিড় বেশী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল রোববার ঢাকা মহানগরীর মেয়েদের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার ছেলেদের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বছর থেকে মহানগরী এলাকার সব স্কুলে একই সময়ে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার নিয়ম চালু করা হয়।

অন্যান্য বছরের মত এবারও ভাল স্কুলে ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় করেছে। তবে সরকারী স্কুলে বেতনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় ঐসব স্কুলে ছাত্র-ভর্তির প্রবণতা অন্যান্য বছরের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে ভিড় হয়েছে আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। মোট ৭শ'৭৯টি সীটের জন্য পরীক্ষা দিয়েছে ১২শ'। অবশ্য গত বছর এই স্কুলে প্রায় ১৪শ' ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এবছর ভিড় কিছুটা কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানান যে, ১ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত অধিকসংখ্যক সীট রয়েছে। তবে অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়েদের কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে পড়ানোর প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় নীচের শ্রেণীতে ভিড় অনেকটা কম।

আজিমপুর স্কুলের কাছাকাছি কোন সরকারী স্কুল নেই। কাছাকাছি রয়েছে অগ্রণী ও উদয়ন স্কুল। এই দু'টি স্কুলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। কিন্তু এই দু'টি স্কুলেই এ বছর শুধুমাত্র শিশু শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। উপরের ক্লাসগুলোতে একটি আসনও খালি নেই। অগ্রণী স্কুলের শিশু শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা আগেই হয়ে গেছে। ৬০টি সীটের জন্য পরীক্ষা দিয়েছে ৪শ' ৫০ জন। গতকাল একের থেকে ১শ' জনের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। স্কুলটির বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৮শ'। স্কুলটিকে সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে জনৈকা শিক্ষয়ত্রী বলেন, 'টিউশন ফি' থেকে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে কোন রকমে শিক্ষকদের বেতন দেয়া সম্ভব হয়। নতুন ভবন তৈরীর টাকা পাব কোথায়? এ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে, সাবেক সর-

ভর্তি পরীক্ষা শুরু

(১ম কলামের পর)

কারের আমলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুলের উন্নয়ন কাজের জন্য বিশেষ অনুদান দেয়া হয়েছে; কিন্তু অগ্রণী স্কুল ঐ বিশেষ অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে আজিমপুর স্কুলের সাথেই রয়েছে পলাশী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় গতকাল এই স্কুলে তেমন ভিড় ছিল না। এই স্কুলে আসনসংখ্যা যা রয়েছে তার চেয়ে অনেক কম ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে। জনৈক শিক্ষক জানালেন যে, আজিমপুর স্কুলে সুযোগ না পেলে পরবর্তীকালে ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হবে। গত এসএসসি পরীক্ষায় পলাশী স্কুল থেকে ২৩ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। এদের মধ্যে ৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্কুলটির মান উন্নত করার উপায় আছে কিনা জানতে চাইলে উক্ত শিক্ষক বলেন, এখানে ভাল ছাত্রী আসে না। এছাড়া কিছু ছাত্রীর মান উন্নত করার পর দেখা যায় যে, তারা নবম ও দশম শ্রেণীতে উঠে অন্য ভাল স্কুলে চলে যায়। একারণেই এই স্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষায় ভাল করা সম্ভব হচ্ছে না।

সরকারী বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মতিঝিল সেন্ট্রাল গভঃ গার্লস হাই স্কুলে গতকাল ৭ম শ্রেণীতে ৪০টি সিটের জন্য ১শ', ২ জন এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৮০টি সিটের জন্য ২শ' ৩৮ জন পরীক্ষা দিয়েছে। এ ছাড়া ৫ম শ্রেণীতে ৯৫টি সিটের জন্য আজ সোমবার প্রায় আড়াইশ' ছাত্রী পরীক্ষা দেবে। অন্যান্য শ্রেণীতে কোন আসন খালি নেই।

বাংলা বাজার সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ৬ষ্ঠ ও ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১৪টি সিটের জন্য দেড়শ' জন এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ১শ ৯টি সিটের জন্য ২শ ৮৫ জন পরীক্ষা দিয়েছে। পক্ষান্তরে এই স্কুলের কাছাকাছি গেণ্ডারিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ভিড় নেই। এই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ১১জন, সপ্তম শ্রেণীতে ৩জন এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৯জন পরীক্ষা দিয়েছে। জনৈক শিক্ষক জানিয়েছেন যে, সিটের সংখ্যা এখনও নির্ধারিত হয়নি। তবে সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি শেষ হলে তাদের স্কুলে আরও অধিক ছাত্রী ভর্তি হতে আগ্রহী হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন যে